بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’র বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে দোয়ার আন্তরিক তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না’বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা’ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ এমন কলেমা যা তাওহীদের ভিত্তি। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই খোদা তাআলা সেই ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুনকে নিষেধ করেছেন যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ পাঠ করেছে। সুতরাং, যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে অবনত হয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ পাঠ করে এবং তাঁর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তখন সে আল্লাহ্র অনন্ত পুরস্কারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন এবং এই শিক্ষাই সকল নবী নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যেটি সর্বোত্তম বাণী বলেছি তা হল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকালাহু’। তাই এই শিক্ষা সকল নবীর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই সকল নবীদের জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে একে শিরক্ের উৎসে পরিণত করে তুলেছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মহানবী (সা.) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং আমাদেরকে এমন নিখুঁত শিক্ষা দান করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে শিরক্কে নির্মূল করেছে। যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার করবে সে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হবে এবং মহানবী (সা.) এর শাফায়াতের অংশও লাভ করবে।

বিশুদ্ধ চিত্তে মহানবী (সা.) এর শাফায়াত লাভের জন্য রয়েছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’র স্বীকারোক্তি, যার মধ্যে দুনিয়ার কোনো আসক্তি নেই। তিনি (সা.) হলেন শেষ ও পরিপূর্ণ নবী যাকে আল্লাহ্ রাব্বুল

আলামীন সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং তাঁর (সা.) সুপারিশ লাভ করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর (সা.) প্রতি ঈমানও আবশ্যক।

আমরা আহ্‌মদীরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই যুগের ইমাম এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষ্ঠাবান সেবককে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন, যিনি ইসলামের বিধি-বিধান উন্মুক্ত করেছেন এবং আমাদের সামনে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে তিনি (আ.) যেখানে আমাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র গভীরতা সম্পর্কে বলেছেন, সেখানে তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এর মর্যাদা সম্পর্কেও অবগত করেছেন। এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরব যা এই বিষয়ে খুব সুন্দরভাবে আলোকপাত করবে এবং এই বিষয়ের গভীরতা বোঝার সাথে সাথে কীভাবে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন: মহান আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশনা **আল্‌ইয়াওমা আকমালতু**'র ব্যাখ্যা স্বয়ং করেছেন, এতে তিনটি নিদর্শন থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রথম নিদর্শন হল **'আসলুহা সাবিতুন'** অর্থাৎ যার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় নিদর্শন হল **ফারউহা ফিস সামায়ে**- এর শাখা-প্রশাখা আকাশের উচ্চতায় পৌঁছেছে। তৃতীয় নিদর্শন হল, **তু'তি উকুলাহা কুল্লা হিয়নিন** অর্থাৎ এটি সর্বদা সতেজ থাকে। তিনি (আ.) বলেন, ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম যা এই মান পূরণ করে। তিনি (আ.) আরও বলেন, প্রথম নিদর্শন হল ঈমানের নীতি, যার অর্থ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', যা পবিত্র কুরআনে এমন প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এর সকল যৌক্তিক প্রমাণাদি কয়েক খন্ডেও শেষ করা যাবে না। সর্বশক্তিমান খোদার সমস্ত সৃষ্টি এবং জাগতিক ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে এই জগতের একজন স্রষ্টা ও অধিপতি অবশ্যই আছেন, যার জন্য এই প্রয়োজনীয় গুণগুলি হল যে তিনি দয়ালু, কৃপালু, সর্বশক্তিমান, শাশ্বত, চিরন্তন এবং জ্ঞানী। এবং তিনি যেন তাঁর সমস্ত গুণাবলীতে নিখুঁত হন এবং ওহী প্রকাশকারী হন। অতএব, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** শুধু হৃদয়ে উপাস্য হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করে না, বরং এটি হৃদয়ে এই সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করে যে, আমাদের খোদা অনন্তকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনিই প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা এবং সকল প্রয়োজনে তাঁর কাছে মাথা নত করতে হবে। সুতরাং যখন ঈমানের এই অবস্থা অর্জিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ ঈমান যার মধ্যে শিরকে্‌র কোনো সংমিশ্রণ থাকে না। আর এটাই সেই ঈমান যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে বিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন: আল্লাহ্ হচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ সত্তা যার কাছে সাহায্য চাওয়ার অধিকার রয়েছে, এবং অন্য কেউ এটি দাবি করতে পারে না। পবিত্র কুরআন এর উপর জোর দিয়ে বলেছে যে তারা আপনার ইবাদত করে এবং আপনার ইবাদত করার জন্য আপনার কাছে সাহায্য কামনা করে, যা দেখায় যে সাহায্যের প্রকৃত অধিকার একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র। দ্বিতীয় স্তরে, এই অধিকার আল্লাহ্‌র বান্দাদের এবং ধার্মিক লোকদের দেওয়া হয়েছিল, যে তাদের দোয়ার মাধ্যমেও সাহায্য করা হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কোনও নতুন কথা সৃষ্টি করা উচিত নয়। বরং আমাদের আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশনা ও রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে থাকা উচিত। এরই নাম **সীরাতে মুস্তাকিম** এবং এই বিষয়টি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র মাধ্যমে উত্তমরূপে বোঝা যায়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র প্রথম অংশ থেকে জানা যায় যে, মানুষকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ দ্বারা প্রিয় ও কাঙ্খিত হতে হবে এবং দ্বিতীয় অংশ থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে এটি হল মুহাম্মদ (সা.) এর রেসালতের সত্যতার বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য

নেই)'র অধিকার যথার্থ ভাবে আদায় করা হবে না, যদি না যে ব্যক্তি এটি বলে সে তার স্বীকারোক্তিতে বাস্তবিকভাবে এটি প্রমাণ করে এবং এটিই ঈমানের শর্ত। সেইসাথে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দাদের অধিকার মেনে চলাও আবশ্যক, এভাবেই এক পর্যায়ে একজন ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র নিষ্ঠাবান অনুসারী হয়ে যায় এবং তখনই এমন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র কাছে সত্যবাদী সাব্যস্ত হয়।

এই কলেমার দ্বিতীয় অংশটি হল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। নবীগণের আগমন দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে হয়েছে। মহানবী (সা.) ছিলেন এমন এক পরিপূর্ণ নবী যার মধ্যে বিগত সকল নবীর আদর্শকে সম্মিলিত করা হয়েছে। তিনিই আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলীর সঠিক কার্যকরী রূপদান করেছেন ও সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এবং সেগুলোর উপর আমল করে দেখিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের উপদেশ প্রদান করেন যে আনুষ্ঠানিক বয়াত কোন সুবিধা দেয় না। এরূপ বয়াতের অংশীদার হওয়া কঠিন যতক্ষণ না কেউ তার অস্তিত্ব ত্যাগ করে যার কাছে বয়াত করেছে তার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন না করে, তবেই বয়াত লাভজনক হবে। যতদূর সম্ভব, আমাদের ইবাদতের পন্থা ও অনুশীলন পদ্ধতি পরামর্শদাতা (মুরশীদের) নির্দেশনা অনুরূপ হওয়া উচিত এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের নিজেদের হিসাব করা উচিত যে আমরা কতটা 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ্' অনুসরণ করেছি। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, একজন মুসলমান 'কলেমা' পাঠ করে অলস হয়ে যাবে, বরং সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তবে আল্লাহ্‌র পাওনা পরিশোধের দিকে মনোযোগ দেওয়াও জরুরি। ব্যবসার সময়ও আল্লাহ্ তাআলার ভীতি মনে রাখবে। প্রতিটি বিষয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দেবে। জাগতিকতা যেন আসল উদ্দেশ্য না হয়। মূল লক্ষ্য যদি ধর্ম হয়, তাহলে পার্থিব বিষয়াদিও ধর্মই সাব্যস্ত হবে। সাহাবাগণ কঠিনতম সময়ে আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করেননি, আল্লাহ্‌কে অবহেলা করেননি, নামাযও ত্যাগ করেননি, বরং তাঁরা দোয়ার সাথে কাজ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম 'কলেমা'র বাস্তবতা ও তাৎপর্য এবং এর উপর আমল সম্পর্কে বলেছেন: ঈমান আনার অর্থ হলো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র নির্দেশে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে সেগুলোকে বাস্তবে প্রকাশ করা। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। সুতরাং, যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রতি আস্থা পোষণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ্ ছাড়া তার ভালবাসার আর কেউ থাকবে না এবং সে কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করবে এবং সে কোনরূপ কষ্টে বিচলিত হবে না। কারণ তার বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ্ তাআলা অবিলম্বে তার নিষ্ঠাবান সেবককে সাহায্য করতে আসেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন: যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র হক ও বান্দাদের হক আদায় করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রকৃত বুৎপত্তি অর্জন করতে পারবে না। এক ভাই অন্য ভাইয়ের অধিকার হরণ করে এবং পার্থিব উপায়-উপকরণগুলিতে এতটাই বিশ্বাস পোষণ করে যে সর্বশক্তিমান খোদাকে একটি নিছক অসাড় অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে থাকে। খুব কম লোকই আছে যারা তাওহীদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছে। যদি একজন ব্যক্তি 'কলেমা'র সত্যতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করে তাহলে সে অনেক উন্নতি করতে পারে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অদ্ভুত ও অসাধারণ ক্ষমতার সাক্ষী হতে পারে। একজন সত্যিকারের একত্ববাদী তখনই হতে পারে যখন সে সমস্ত মন্দকে দূর করে দেয়। তাই এই রমযান মাসে আমাদের প্রত্যেকের উচিত এইসব খারাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করা এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে সত্যিকারের বিশ্বাসী হওয়া এবং দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের ভেতর থেকে সমস্ত মন্দ দূরীভূত করা।

রমযানের শেষ দশকে আমরা লাইলাতুল কদরের কথা বলি। লাইলাতুল কদর আসলে পাওয়া যায় যখন আমরা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে আল্লাহ্ তাআলার হুকুম মোতাবেক করতে প্রস্তুত থাকব।

সেগুলি অনুসরণ করব এবং আমাদের জীবনের একটি স্থায়ী অংশে পরিণত করে তুলব। এটাই আসল নিদর্শন যা লাইলাতুল কদর অর্জনের নিদর্শন। আমাদের অন্তরে যে বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল সেটাই আসল নিদর্শন।

কোনো কোনো জামাত আমার এই কথাগুলিকে সামনে রেখে দোয়ার বিশেষ কর্মসূচিও করেছে যে, তিন দিন পবিত্রতা সহকারে দোয়া করলে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত প্রকাশিত হতে পারে। যদি আমরা এই তিনটি দিনকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে থাকি যাতে আপনি এই তিন দিন প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন এবং তারপর আপনার পুরানো জীবনযাপনে ফিরে যান এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র আসল উদ্দেশ্য ভুলে যান, তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। তিনি আমাদের অন্তরের অবস্থা, আমাদের উদ্দেশ্য জানেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সেক্ষেত্রে তিনি কোন কাজে আসবেন না। কিন্তু আপনি যদি এই দিনগুলি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য কাটাতে চান, তাহলে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাটাতে হবে যে, এই দিনগুলি এখন আমাদের জীবনের একটি স্থায়ী অংশ হয়ে যাবে। তখনই সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর বিশেষ সমর্থন ও সাহায্য প্রদর্শন করে শত্রুরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছে তা দূর করবেন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাঁকে এবং তাঁর জামাতকে বিজয় দান করবেন। আগে অথবা পরে। হ্যাঁ, আমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র' বাস্তবতা বুঝতে পারি এবং আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রিয়তম একমাত্র মহান আল্লাহ্‌কে জ্ঞান করি এবং তাঁকে ভালবাসি এবং তাঁকে লাভ করা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে বিপ্লব দ্রুত আসতে পারে। আমাদের অবশ্যই আমাদের পরিস্থিতিতে একটি স্থায়ী পরিবর্তন করতে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার পরিশেষে বলেন, এই দিনগুলিতে বিশ্বের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ মানবতার প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
14 April 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt.........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in